দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ৫/১১/২০০০
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ভিসি প্যানেল গঠন নিয়ে চবি উত্তপ্ত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ছাত্র কোন্দল নয়। ছাত্র সংগঠনের কোন আন্দোলনও নয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবারে উত্তপ্ত শিক্ষকদের রাজনীতির কারণে। আগামী ১৭ নবেম্বর আহূত সিনেট অধিবেশন ও ভিসি প্যানেল গঠনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক মহলে এখন এই অবস্থা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আগামী ১৭ নবেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সিনেট অধিবেশন নিয়ে শিক্ষকগণ ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন। বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত সাদা প্যানেলের শিক্ষকগণ এক পক্ষে। আবার মুক্তিযুদ্ধ ও প্রগতিশীল চেতনায় বিশ্বাসী গোলাপী প্যানেলের শিক্ষকগণ দুই অংশে বিভক্ত। একটি অংশ সমর্থন করছে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানকে। অপর অংশ সমর্থন করছে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আবু ইউসুফকে। সাদা গ্রুপের শিক্ষকগণ উপাচার্যের বিপক্ষ অবস্থানে রয়েছেন। ভিসিবিরোধী গোলাপী প্যানেলের শিক্ষকগণ আসন্ন সিনেট অধিবেশনকে কেন্দ্র করে একটি নাটকীয় ঘটনার জন্ম দিতে যাচ্ছেন বলে ব্যাপক গুঞ্জন রয়েছে। এ অংশের শিক্ষকগণ উপাচার্য প্যানেল গঠনের আগে সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি ও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় সিনেট থেকে পদত্যাগেরও হুমকি দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট মেয়াদোত্তীর্ণ ও অকার্যকর। অর্থাৎ ১৪ বছরের পুরনো সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেল গঠনের সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশবিরোধী এবং এর কোন আইনগত ভিত্তি নেই।

অপরদিকে ভিসি সমর্থিত গ্রুপের শিক্ষকগণের বক্তব্য হচ্ছে, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও নিয়মিত সিনেট অধিবেশন ও উপাচার্য প্যানেল গঠনের ব্যাপারে সরকারের দীর্ঘদিনের চাপ রয়েছে। এতদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের ওপর আদালতের নিষেধাজ্ঞার কারণে উপাচার্য প্যানেল গঠন সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়ায় সিনেট অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে সরকারী চাপ মাথায় রেখে। ভিসি সমর্থিত গ্রুপের শিক্ষকগণ আরও জানান, প্রোভিসির নেপথ্য ইন্ধনে শিক্ষকদের একটি অংশ চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানকে পদত্যাগে বাধ্য করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষকদের এই অংশটি ইতোপূর্বে ভিসিবিরোধী বিভিন্ন অপচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় সিনেট অধিবেশনকেই সর্বশেষ সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করতে তৎপর।